দৈনিক সংবাদ

APR 30 2002
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 9 ... কলাম ... 6 ...

সম্পাদকীয়

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের সন্ত্রাসী ভিপি এবং ছাত্রদের দুর্ভোগ

এক ছাত্রদল নেতার অপকর্মের মাসুল দিচ্ছে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজের প্রায় ৭শ' পরীক্ষার্থী। আগামী ২রা মে থেকে শুরু হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিক্যাল কলেজটির পরীক্ষা। বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভাগ্য যে, পরীক্ষা দেয়ার জন্য তাদের ঢাকা আসতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে তাদের পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রায় দুই সপ্তাহ ঢাকায় থাকতে হবে। তারা কিভাবে, কোথায় থাকবে- এ ব্যাপারে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা করেননি। বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাতিল করেছেন ওই কলেজের ভিপি ছাত্রদল নেতার দৌরাত্ম্যে।

এ বছর জানুয়ারি মাসে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ শেষ বর্ষের এমবিবিএস ফাইনাল পরীক্ষা চলাকালে কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি ও ছাত্রদল নেতা অবৈধভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকে তার সহযোগীদের নকল করার সুযোগ দেয়ার জন্য পরিদর্শকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এ সময় তার সহযোগী এক পরীক্ষার্থী অস্ত্র বের করে সবার সামনেই এক শিক্ষককে শাসায়। তখন কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিলেন্স টিম। তারা ওইদিনই ঢাকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্ত করে পরবর্তী এক বছরের জন্য বরিশাল মেডিক্যালের পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দেন। সে সঙ্গে যে পরীক্ষার দিন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে ওই পরীক্ষাও বাতিল করে দেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তির নির্দেশ দেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ ভিপিকে তার পদ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করলেও ক্ষমতাসীন দলের প্রচণ্ড চাপে শেষ পর্যন্ত বহিষ্কারাদেশ তুলে নিতে বাধ্য হন। অপকর্মের হোতা এই ছাত্রদল নেতার চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ এক বিদেশী ছাত্র বাংলাদেশে তার পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই দেশে ফিরে গেছে।

দুঃখের বিষয়, ছাত্রদল নেতার শাস্তি না হলেও তার অপরাধে শাস্তি ভোগ করছে এখন বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষার্থীরা। আমাদের যতটা মনে পড়ছে, সন্ত্রাস এবং নকলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে। বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীকে দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটতে দেখা গেছে নকলসহ ছাত্র ও শিক্ষকদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমরা অবাক হচ্ছি, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে নকল করতে দিতে হবে দাবি জানানোর পরও কলেজের ভিপির বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। সরকারিদলের চাপের কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষও কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি। এ থেকে একটি বিষয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ক্ষমতাসীনরা সন্ত্রাস ও নকলবিরোধী যে শ্লোগান দিয়েছিল নির্বাচনের সময় সেটা আসলে বাত কা বাত এবং ভাঁওতাবাজি। সেজন্যই বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের ভিপির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। লিখতে আমাদের দ্বিধা নেই- ছাত্র সংসদের এসব ছাত্রনেতা শুধু বরিশাল মেডিক্যাল কলেজেই নয়, সারাদেশের কলেজগুলোতে একই তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে আর তাদের অপকর্মের মাসুল গুনছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। সরকার সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কেন শাস্তি দিচ্ছে, আমরা সেটা বুঝতে পারছি না। তাদের দলের সন্ত্রাসী ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না- এটা আমাদের প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর সরকারকেই দিতে হবে।

অপকর্মের হোতা ভিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া হোক।